بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবচরিতের প্রেক্ষাপটে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরিশেষে পাকিস্তানসহ বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আহযাবের যুদ্ধ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মোতাবেক পঞ্চম হিজরী সনের শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ১০-২৬ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, খুতবার শুরুতেই হুযূর (আই.) উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। এরপর তিনি এ **যুদ্ধের নামকরণের** বিষয়ে বলেন, এ যুদ্ধকে খন্দকের যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে, কেননা এতে প্রথমবারের মত আরবের প্রচলিত রীতি বহির্ভূতভাবে খন্দক বা পরিখা খনন করে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে আহযাব নামকরণের কারণ হলো, আহযাব **'হিযব'** শব্দের বহুবচন আর **হিযব অর্থ হলো, দল বা জাতি**। যেহেতু আরবের বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাই এটিকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

এ যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, চতুর্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে ইহুদীদের বনু নযীর গোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা সেখান থেকে খায়বার নামক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়, এই জায়গাটি পুরো আরববিশ্বে ইহুদীদের কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। এর ঠিক চার মাস পর ইহুদী নেতারা মহানবী (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে এক চরম ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। তারা মক্কাবাসীদের কাছে যায় এবং তাদেরকে এ পরামর্শ দেয় যে, আমাদের সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত। এটি শুনে মক্কার নেতারা তাদেরকে সাধুবাদ জানায় এবং বলে, যারা আমাদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে তারাই হলো সবার মাঝে আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়। এরূপ আলোচনার পর কাবা শরীফের গিলাফ ধরে তাদের পঞ্চাশজন সদস্য এবং উপস্থিত ইহুদী নেতারা কসম খেয়ে এ অঙ্গীকার করে যে, মুসলমানদের নির্মূল করতে পরস্পরকে তারা সাহায্য করবে।

এরপর তারা অন্যান্য গোত্রের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। প্রথমে বনু গাতফান গোত্রের কাছে যায়, যারা পূর্বে থেকেই মুসলমান বিদ্বেষী ছিল। তারাও তাদেরকে সাহায্য করতে সম্মতি জানায় এবং এ যুদ্ধে নিজেদের পক্ষ থেকে ৬০০০ সৈন্য প্রদান করতে সম্মত হয়। অতঃপর তারা বনু সোলায়েম, বনু ফাজারা, বনু আসাদ গোত্রগুলোর কাছে যায় যারা আগে থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ইচ্ছা রাখত; তাই তারাও ইহুদীদের সাহায্য করতে ঐক্যমত হয়। এভাবে উপরোক্ত সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনায় আক্রমণ করার গভীর ষড়যন্ত্র করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **এক দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আরবের সকল শক্তিশালী গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। এর মাঝে মক্কা এবং এর আশেপাশের গোত্রগুলোও ছিল, নজদ এবং**

মদীনার উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলোও ছিল এবং ইহুদীরা তো ছিলই। তারা এ অঙ্গীকার করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে ধ্বংস না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফেরত আসব না। এভাবে তারা একটি বিরাট শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ অভিযানে কুরাইশরা ৪০০০ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করে যাদের নেতৃতে ছিল আবু সুফিয়ান বিন আল্ হারব। তাদের সাথে ৩০০টি ঘোড়া এবং ১৫০০টি উট ছিল। বনু সোলায়েমের ৭০০জন সদস্য কুরাইশদের সাথে এসে মিলিত হয় যাদের নেতৃত্বে ছিল সুফিয়ান বিন আবদে শাম্স। এছাড়া বনু আসাদ গোত্র তোলায়াহা বিন খুওয়াইলিদের নেতৃত্বে যাত্রা করে। অনুরূপভাবে বনু ফাজারা গোত্রের ১০০০ সৈন্য এসে যোগ দেয়, যাদের নেতৃত্বে ছিল উয়াইনিয়া। অধিকন্তু বনু আশজাআ এবং বনু মাররার প্রত্যেক গোত্র থেকে ৪০০জন করে সৈন্য এই যুদ্ধাভিযানে যোগদান করে। এদিকে বনু গাতফানের পক্ষ থেকে ৬০০০ হাজার সৈন্যের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ইহুদীদের ২০০০ রিজার্ভ ফোর্স ছিল। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের সর্বমোট সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় কমপক্ষে দশ হাজার। অন্যান্য বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিল ২৪০০০ পর্যন্ত। সকল দলের সেনাপতি বা সর্বাধিনায়ক ছিল আবু সুফিয়ান। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে আরবে কোনো যুদ্ধে এত বড় সৈন্যদল অংশগ্রহণ করে নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, **বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ যুদ্ধের সৈন্যবাহিনী ১০০০০ থেকে ২৪০০০ পর্যন্ত বর্ণনা করেছে, কিন্তু সমস্ত আরবের সম্মিলিত সংখ্যা কেবল ১০০০০ হতে পারে না। এর চেয়ে ২৪০০০ সৈন্যের বক্তব্যটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। এটি না হলেও সৈন্যের সংখ্যা ১৮০০০-২০০০০ অবশ্যই হবে। অন্যদিকে মদীনার মুসলমানরা আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই মিলে ৩০০০ হবে।**

এ সৈন্যবাহিনীর যাত্রার সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে এ পরামর্শ আহ্বান করেন যে, আমরা কি মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের প্রতিহত করব নাকি মদীনার অভ্যন্তরে থেকে প্রতিহত করব? সাহাবীরা সৈন্যদলের সংখ্যা এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মদীনার অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করার পরামর্শ প্রদান করেন, তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রণকৌশল কী হবে সে সম্পর্কে সেখানে উপস্থিত পারসিক সাহাবী হযরত সালমান ফার্সী (রা.) পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, তার দেশে খন্দক বা পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করা হয় যাতে অশ্বারোহীরা এগুলো অতিক্রম করে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। কতক বর্ণনানুযায়ী এটি শুধু সালমান ফার্সীর পরামর্শ মোতাবেকই ছিল না, বরং আল্লাহ্ তা'লা এলহামযোগে মহানবী (সা.)-কে এ রীতি সম্পর্কে অবগত করেছিলেন।

যাহোক, এরপর খন্দক খনন করা হয়। শত্রুরা মদীনার কাছে এসে হঠাৎ ৫ কি.মি. দীর্ঘ ৮-৯ ফুট গভীর ও প্রশস্ত খন্দক দেখে হতবাক হয়ে যায়। এটি এতটাই গভীর ও চওড়া ছিল যে, ঘোড়া পরিখা পার হতে পারছিল না। তাই প্রচন্ড ক্রোধ, অসহায়ত্ব এবং অহংবোধ নিয়ে আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-কে একটি পত্র প্রেরণ করে যাতে সে লাত, উযযা প্রভৃতি প্রতিমার কসম খেয়ে লিখে, আমরা তোমাদের নামচিহ্ন মুছে ফেলতে এসেছিলাম আর এখন দেখি তোমরা

আমাদের ভয় পাচ্ছ এবং নিজেদের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে আমাদের হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করছ। আমি যদি জানতে পারতাম, তোমরা কীভাবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছ! আর যদি আমরা ফেরতও চলে যাই তথাপি স্মরণ রেখো! তোমাদের সাথে আরো একবার আমরা উহুদের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করব, যখন তোমাদের নারীদেরও হত্যা করা হবে।

মহানবী (সা.) উক্ত পত্রের উত্তরে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাদেরকে বলেন, **আমি জানি যে, তোমরা খোদা তা'লার বিরুদ্ধে অহংকারে লিপ্ত আর তোমরা যে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনায় আক্রমণের কথা বলেছ যদ্বারা তোমরা আমাদের নামচিহ্ন মুছে ফেলতে চাও, জেনে রেখো! আল্লাহ্ তা'লার তকদীর তোমাদের নোংরা প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তিনি এরূপ মীমাংসা করবেন যে, তোমরা লাত ও উযযার নাম নিতেও ভুলে যাবে। আর খন্দক খননের বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞেস করেছ যে, কে আমাকে এটি জানিয়েছে? এর উত্তর হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এলহামযোগে এটি জানিয়েছেন। শোনো! পরিণামে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেই সফলতা দান করবেন।** এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এ ঘটনার বিস্তারিত আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্॥

খুতবার শেষদিকে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান জানিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, **বর্তমানে পাকিস্তানের আহমদীদেরকে বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পাকিস্তানের আহমদীরা নিজেরাও দোয়া এবং সদকার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সুরক্ষা করুন এবং বিরোধীদের দুষ্কৃতি থেকে তাদের রক্ষা করুন এবং দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের মুখে ছুড়ে মারুন। আর সাধারণভাবে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি অনুকুল হওয়ার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে সকল প্রকার নৈরাজ্য ও অরাজকতা থেকে রক্ষা করুন,** আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)